নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মতিউরের বাড়িতে স্ত্রীর দাবী নিয়ে ১ সন্তানের জননীর অবস্থান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিএসসি শিক্ষক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হরিরামপুর গ্রামের মাঝপাড়ার আকের মন্ডলের ছেলে মতিউর এর বাড়িতে মেহেরপুর থেকে ১ সন্তানের জননী তার স্ত্রীর দাবী নিয়ে গতকাল বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে তার বাড়িতে অবস্থান নেই। পরে মেয়েটিকে শারিরীক নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে মতিউরসহ তার পরিবারের লোকজন।
গ্রামের বেশ কয়েকজন নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানান মেয়েটি দাবী করে ২০০৮ সালে তাকে মতিউর বিয়ে করে। তার একটি সন্তানও রয়েছে। মতিউরের সংসারে স্ত্রী ও তার পক্ষের দুটি সন্তান রয়েছে। ঘটনার পর থেকেই শিক্ষক মতিউর আত্মগোপনে রয়েছে। এ বিষয়ে জানতে মতিউরের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্যর সাথে কথা বললে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন মেহেরপুর থেকে একটা মেয়ে এসেছিলো তার স্ত্রীর দাবী করে। এ বিষয়ে জানতে নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বললে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানান। তবে তিনি জানান মতিউর মাস্টারের মোবাইল তার চাচারা নিয়ে নিয়েছে তার সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছেন না তিনি।

সিরাজুল ইসলাম পাবলিক পাঠককেন্দ্রে রচনা

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার সামন্তা বাজার সংলগ্ন সিরাজুল ইসলাম পাবলিক পাঠক কেন্দ্রে “চেতনায় একুশ” শিরোনামে স্থানীয় শিশু কিশোরদের নিয়ে রচনা ও বইপড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আলোচনা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরষ্কার বিতরণ করেন সিরাজুল ইসলাম পাবলিক পাঠককেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক এম এ আজিজ। মফস্বল এলাকায় এমন আয়োজন করায় স্থানীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে একুশের চেতনা বিকশিত হবে।

ইবিতে হল খোলার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল না খোলা পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। বেলা ১১টায় ডায়না চত্বর থেকে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তারা এ কর্মসূচী অব্যহত রাখে।

এরআগে, রবিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের সঙ্গে আলোচনা করেন শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা।

আলোচনা শেষে তারা জানান, হল খোলার আন্দোলনের অংশ হিসেবে সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। সেই মিছিল শেষে প্রতিটি হলের সামনে হল না খোলা পর্যন্ত তারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে।

এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম বলেন, উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমরা চাইলেই হল খোলার ঘোষণা দিতে পারছি না। এ সিদ্ধান্তটা আমাদের হাতে নেই। এ সপ্তাহ শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমাদের মিটিং আছে।

সেখানে তোমাদের এ যৌক্তিক দাবিগুলো সরকারকে জানাবো। যাতে করে সরকার খুব তাড়াতাড়ি আবাসিক হলগুলো খুলে দেওয়ার অনুমতি দেন। তবে আশা করছি অচিরেই আমরা কোনও নির্দেশনা পাবো।’

ইবির প্রো-ভিসির বিদায় সংবর্ধনায় ভিসি- বিদায় মানে আসলে বিদায় নয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আসদুস সালাম বলেছেন, বিদায় মানে আসলে বিদায় নয়। বরং ফুলেল শুভেচ্ছাসহ তাকে আমরা যেভাবে বিদায়ী অনুষ্ঠানে অলংকরণ করলাম এতে করে ব্যাথিত না হয়ে বরং আনন্দে উদ্বলিত হওয়া উচিৎ।

সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের সম্মেলন কক্ষে দু’ মেয়াদে প্রো-উপাচার্যের দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদন করায় অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান কে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে কাজ করতে চাই।সবুজে ঘেরা এই বিশ্ববিদ্যালয় সত্যি গর্বের। এই সুন্দর প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধিতে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

অনুষ্ঠানে সভাপতি কলা বিভাগের ডিন ও আয়োজক কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ সরওয়ার মুর্শেদ বলেন, সব পাখি ঘরে ফেরে। তেমনি ড. শাহিনুর রহমান ঘরে ফিরছে। প্রফেসর শাহিনুর রহমানকে আমি ৩৭ বছর

ধরে চিনি।শাহীন রহমান যে দক্ষতা দেখিয়েছে সেটি আজ ফিরে এলো ফুলেল শুভেচ্ছা আর ক্রেষ্ট এর মাধ্যমে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি আসলে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়, সাদরে বরন করার সময় ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হলেও বিদায়বেলায় বিষাদে ভরে থাকে। আয়োজন না থাকায় তাচ্ছিল্য হয়।এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ম্লান হয়, তারা (ভিসি) যখন অনৈতিক কাজ করে, দূর্নীতি করে তার দায়ভার আমাদের উপর বর্তায়।

এই ভিসির আগ্রহে এখানে আজকের প্রো-ভিসির বিদায় অনুষ্ঠানের যে আয়োজন শুরু হলো। এভাবেই এখানকার শিক্ষকদের বিদায় হওয়া উচিত সম্মানের সাথে। সম্মান নিয়ে বিদায় নেওয়াটা মানেই কিন্তু আনন্দের। আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত। আসুন আমরা সেই থেকে প্রসস্থ করি, উজ্জল করি। তাই আজকের এই আয়োজনের জন্য ভিসির প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমরা আগামীতে এই ভিসির বিদায়েও যেন ফুলেল শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে বিদায় দিতে পারি।

বিদায়ী প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান বলেন, আজকের এ দিনটি আমার জীবনের স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন বিভাগ আমাকে বিদায় জানাতে এসেছেন এটা অভূতপূর্ব। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই দক্ষ। কেবল তাদের আপনি (ভিসি) গড়ে তুলবেন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে চলতে পারলে এ বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাবনার পথে, সাফল্যের পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দুই মেয়াদে শেষ হলো আমার দায়িত্ব।আমি আমার ঘরে ছিলাম আমি ঘরেই আছি। আজকের এই বিদায়ের মধ্য দিয়ে কেবল আমার কর্ম পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। আমার শিক্ষার্থীরা আমার হৃদয়ের প্রাণের স্পন্দন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আমার মা। আমি ক্লাস নিতে আবার আমার বিভাগে আমি ফিরে যাবো। আপনাদের সাথে ছিলাম আপনাদের সাথেই আছি।

আমি যা করেছি, সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি আমার সহকারী ও শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। আজকের এই দিনে আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তিনি আরও বলেন, আমাদের ভিসি আলোকিত এবং বড় মনের মানুষ। আমার বিদায়ী অনুষ্ঠানে এতো সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি ভিসির কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান ১৯৯১ সালে খুলনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন।এরপর ১৯৯৪ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আবারো ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে পুনরায় উপ-উপাচার্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তিনি আজ অবধি উপ-উপাচার্য হিসাবে কাজ করছেন।

ইংরেজি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ ফোকলোর স্টাডিজ ও সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

২৪ মে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে, হল খুলবে ১৭ মে

আগামী ২৪ মে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে এবং তার আগে ১৭ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ সোমবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী।

বিস্তারিত আসছে….

জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন

শিক্ষামন্ত্রী

মহামারীর কারণে প্রায় এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।

এরই মধ্যে হল খুলে দেওয়ার দাবিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও শুরু করেছেন।

এ অবস্থায় আজ সোমবার জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, করোনাকালে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন সংবাদ সম্মেলন করবেন। দুপুর ২টায় এ সংবাদ সম্মেলন হবে।

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কয়েক ধাপে বাড়ানোর পর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ঢাবির শহীদুল্লাহ হলে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ, অমর একুশের সামনে অবস্থান

হল খুলে দেওয়ার দাবিতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে; তার প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়েছে।

সোমবার সকালে হল খুলে দেওয়ার দাবিতে ঢাবির শহীদুল্লাহ হলে শিক্ষার্থীরা জড়ো হন। দুপুরের দিকে ২০-৩০ শিক্ষার্থী ওই হলের এক্সটেনশন শহীদ আতাউর রহমান ভবনের ২১১১ নম্বর রুমে গিয়ে ওঠেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থী যুগান্তরকে জানান, দেশের সব কিছু স্বাভাবিক থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আবাসিক হলগুলো বন্ধ রেখেছেন। তাই আজ থেকে আমরা হলেই থাকব।

এ বিষয়ে জানতে হলের প্রভোস্ট সৈয়দ হুমায়ুন আখতারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

এদিকে হল খুলে দেওয়ার দাবিতে অমর একুশে হলের সামনে অবস্থান নিয়েছেন অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। যে কোনো সময় তারা হলের ভেতরে প্রবেশ করবেন বলে ঘটনাস্থল থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানিয়েছেন।

অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীরা হলে ঢুকেছিল, এখন বের হয়ে গেছে। ওরা যদি হলে প্রবেশ করে, সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমাদের হল তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে না। অন্য হলে যা হবে, এখানেও তাই হবে।

জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী

করোনার কারণে দীর্ঘ এক বছর ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও শুরু করেছে। এ অবস্থায় আজ (সোমবার) জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আসছেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, করোনাকালে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী অনলাইন সংবাদ সম্মেলন করবেন। সোমবার দুপুর ২টায় এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। কয়েক ধাপে বাড়ানোর পর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা নিয়ে ৩০ জানুয়ারি উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমরা আশা করছি হয়তো আগামী মার্চ-এপ্রিল…..মার্চ মাসটা আমরা দেখবো, কারণ আমাদের দেশে মার্চ মাসেই ব্যাপকহারে করোনাভাইরাস শুরু হয়েছিল। এই ফেব্রুয়ারি মাস নজরে রাখব। যদি ফেব্রুয়ারিতে ভালো থাকে পরবর্তীতে সীমিত আকারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার চিন্তা ভাবনা আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এজন্য দরকার সবাইকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা মেনে চলা ও করোনাভাইরাস মোকাবেলায় যা যা ব্যবস্থা আছে তা গ্রহণ করা। আর ভ্যাকসিন তো সবাই পেয়ে যাবেন।’

গত ২২ জানুয়ারি করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে গাইডলাইন প্রকাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। এ গাইডলাইন অনুসরণ করে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। স্কুল-কলেজগুলোতে ৩৯ পাতার গাইডলাইন পাঠিয়ে বলা হয়, ৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্কুলগুলো প্রস্তুত করে রাখতে, যাতে যে কোনো মুহূর্তে সেগুলো খুলে দেয়া যেতে পারে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে না। তবে পহেলা মার্চ থেকে দেশের সব পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। সে কারণে আজ দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন।

মেহেরপুরে মাদ্রাসাতুল হাসনাইন কওমি মাদ্রাসা ও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর এর উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌর কলেজ-ঝাওবাড়িয়া রোড সংলগ্ন মাদ্রাসাতুল হাসনাইন কওমি মাদ্রাসা ও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এর উদ্বোধন করা

হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কাজের উদ্বোধন করেন।

শাইখ উল হাদিস মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল কাশেমীর সভাপতিত্বে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক নদভী, শাইখ উল হাদিস মাওলানা রুহুল আমিন।

মাওলানা মুফতি আব্দুল গফুরের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন, হযরত মাওলানা হামিদুল ইসলাম, হযরত মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, হযরত মাওলানা মুফতি হাফিজুর রহমান, হযরত মাওলানা শফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ সময় সেখানে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শোলমারী বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক আব্দুল আলিম, আব্দুল জাব্বার, ফারুক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মমতাজ পারভিন, মর্তুজা ফারুক, অফিস সহকারী রিপন আলীসহ বিদ্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ।

পরে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা দোয়া পরিচালনা করেন